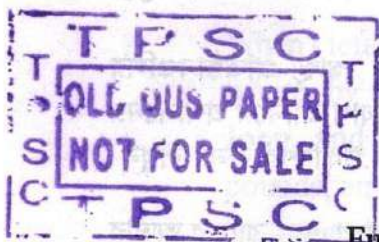


Total No. of printed pages = 7

TR/JST/B/21



BENGALI

Paper : I

Full Marks – 100

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

(দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশক।)

‘ক’-বিভাগ

১। যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে বারশো শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ লিখুন।

(সূত্র : ভূমিকা— বিষয়ানুগ বিবরণ— উদাহরণ— উপসংহার।)

৫+১৫+৫+৫=৩০

(ক) ভারতে মানবাধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

(খ) মহিলা-সুরক্ষায় ভারতীয় আইন।

[Turn over

২। যে কোনো একটি বিষয়ে পাঁচশো শব্দের মধ্যে প্রতিবেদন রচনা করুন।

৩০

(ক) অসুস্থের চিকিৎসায় বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির বিধি-লঙ্ঘন এবং জুলুমের অভিযোগ জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য লিখুন।

(খ) ঘূর্ণিঝড়-বিক্ষুব্ধ মানুষজনের দুরবস্থা এবং ত্রাণের অভাব বিষয়ে সাংবাদিক প্রতিবেদন।

‘খ’-বিভাগ

৩। যে কোনো একটি অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ করুন। ২০

(ক) My father had a small estate in Nottinghamshire: I was the third of five sons. He sent me to Emanuel College in Cambridge at fourteen years old, where I resided three years, and applied myself close to my studies; but the charge of maintaining me, although I had a very scanty allowance, being too great for a narrow fortune, I was bound apprentice to Mr. James Bates, an eminent surgeon in London, with whom I continued four years. My father now and then sending me small sums of money, I laid them out in learning navigation, and other parts of the mathematics, useful to those who intend to travel, as I

2/TR/JST/B/21

(2)

always believed it would be some time or other, my fortune to do.

When I left Mr. Bates, I went down to my father: where, by the assistance of him and my uncle John, and some other relations, I got forty pounds, and a promise of thirty pounds a year to maintain me at Leyden: there I studied physics two years and seven months, knowing it would be useful in long voyages.

Soon after my return from Leyden, I was recommended 12 Gulliver's Travels by my good master, Mr. Bates, to be surgeon to the Swallow, Captain Abraham Pannel, commander; with whom I continued three years and a half, making a voyage or two into the Levant, and some other parts. When I came back I resolved to settle in London; to which Mr. Bates, my master, encouraged me, and by him I was recommended to several patients. I took part of a small house in the Old Jewry; and being advised to alter my condition. I married Mrs. Mary Burton, second daughter to Mr. Edmund Burton, hosier, in Newgate-street, with whom I received four hundred pounds for a portion.

But my good master Bates dying in two years

2/TR/JST/B/21

(3)

[Turn over

after, and I having few friends, my business began to fail ; for my conscience would not suffer me to imitate the bad practice of too many among my brethren. Having therefore consulted with my wife, and some of my acquaintance, I determined to go again to sea. I was surgeon successively in two ships, and made several voyages, for six years, to the East and West Indies, by which I got some addition to my fortune.

(খ) If peace is to be anything more than the mere absence of war, it must be founded on the strength of the just and not on the weariness of the weak. The groan of peace in Abyssinia is no less ghastly than the howl of war in Spain. If then we are to strive for that true peace, in which the satisfaction of one people is not built on the frustration of another, then the average peace-loving citizen of the successful nations of today must extricate himself from the obvious anomaly of wishing for peace whilst sharing in the spoils of war, —which exposes his wish to the charge of mere pretence. He must not let himself be bribed on the promise of prosperity and honour and call it patriotism. We

can not have peace until we deserve it by paying its full price— which is, that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold.

‘গ’-বিভাগ

৪। যে কোনো একটি অনুচ্ছেদের ইংরেজি অনুবাদ করুন।

২০

(ক) সন্ত্রাস ও মানবাধিকারকে পাশাপাশি রাখলে তা দুটি বিষময়ের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে এক খণ্ডিত মানবাধিকারের কথাই বলে। আর সন্ত্রাসের রাজনীতিকরণ হলে, তখন তা শুধু সমাজের পক্ষে নয়, রাষ্ট্রের পক্ষেও বড় উদ্বেগজনক হয়ে পড়ে। যার প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলিতে এবং সেই সূত্রে সমগ্র বিশ্বে। মানবাধিকার বলতে যদি বোঝায় মানুষের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি মৌল-অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, জীবিকার অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতার অধিকার, সমানাধিকার— তাহলে ওই মৌল-অধিকারগুলি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো কালেই কি সমস্ত অধিকারগুলি সমস্ত মানুষের নাগালের মধ্যে এসেছে? আমাদের সভ্যতার ইতিহাস, আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে যে উত্তর মেলে, তা হল : ‘না’! সব কালেই মানুষের মৌল অধিকারগুলি কোনো না কোনোভাবে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। কাল থেকে কালান্তরে যার পিছনে প্রতাপ কাজ করে এসেছে। ওই প্রতাপের কেন্দ্রে কখনো অর্থ-সম্পদ, কখনো ধর্ম,

কখনো বা রাজনীতি অধস্তনকে দমিত করে প্রতাপ তার নখ-দাঁত বের করে। এ-পৃথিবী তাই বহু প্রাচীনকাল থেকে শক্তিমানদের লীলাভূমি।

ব্রিটিশ শাসনকালে যেহেতু ভারতবাসীর মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ণ হয়, তাই স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের সংবিধান প্রণেতারা মানবাধিকারগুলি সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত করেন। মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্যতম দেশ ছিল ভারত।

(খ) উত্তরপূর্ব পার্বত্য-ভারত প্রকৃতির আনন্দনিকেতন, সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পাখির ডাকে ভোর হয়, পাখির ডাকে সন্ধ্যা নামে। কত নাম না জানা ফুল, পাখি, বার্ণা, পরিবেশকে সুরভিত ও আমোদিত করে রাখে। সবুজের সমারোহে দৃষ্টি ম্লিষ্ট হয়, বুক ভরে ওঠে বিশুদ্ধ বায়ুতে। মানুষগুলি যেমন সরল, তেমনই আন্তরিক। পার্বত্য-প্রদেশের মানুষ সমতলের প্রয়োজন মেটাতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এসেছে কতকাল ধরে। পাহাড়েরও দরকার পড়েছে সমতলের সাহায্য। কিন্তু, বেশ কয়েক বছর ধরে ছবিটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। পার্বত্য-প্রকৃতির সাহচর্যে আনন্দলাভ যেমন সমতলের মানুষের পক্ষে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে পাহাড় এবং সমতলের সম্পর্কে ধস নেমেছে নানা কারণে। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর থেকেই সম্পর্কের বদল চোখে পড়ার মতো। ব্রিটিশ-ভারতে পার্বত্য অঞ্চলগুলির বেশির ভাগই ছিল প্রশাসনিক অন্তর্ভুক্তির বাইরে। স্বাধীন ভারতে এই অঞ্চলগুলি চলে এসেছিল

সরকারের অধীনে। নৃতাত্ত্বিকদের পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল সরকারি স্তরে। লক্ষ্য ছিল, পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের সর্বঙ্গীণ উন্নতিসাধন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বহু কর্মীর। কিন্তু পার্বত্য-প্রদেশের অরণ্য-সংকুল অঞ্চলের যাতায়াত-ব্যবস্থা, বাসস্থান ও খাদ্যে অনভ্যস্ত সমতলবাসীর অনিচ্ছা কর্মীর যোগানে বাধা তৈরি করেছিল। ঠিক এই সময়েই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার পরিবার ভিটে-মাটি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের একটা বড়ো অংশ প্রবেশ করেছিল অসম এবং ত্রিপুরায়। সব হারানো মানুষগুলো বাঁচবার তাগিদে, জীবিকার তাগিদে পাহাড়মুখি হয়েছিল ; একভাবে কর্মীর অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।